# দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশ তেরো

## ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিমুখী প্রয়োগের উন্মোচন: বাইবেলীয় প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের তাৎপর্য অনুধাবন

Jeff Pippenger

2024-03-03

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর প্রভু যখন তাঁর শেষ সময়ের জনগণকে যিরমিয়ার ‘পুরাতন পথসমূহে’ ফিরিয়ে আনলেন, তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণীর ত্রিবিধ প্রয়োগের নিয়মটি ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করেছিলেন।

> সদাপ্রভু এই কথা বলেন, পথে দাঁড়াও, এবং দেখ, এবং প্রাচীন পথসমূহের বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় সেই উত্তম পথ, এবং তাতে চল; তাহা হইলে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাইবে। কিন্তু তাহারা বলিল, আমরা তাতে চলিব না। আরও আমি তোমাদের উপরে প্রহরী নিযুক্ত করিলাম, বলিলাম, তূর্যের ধ্বনি শুন। কিন্তু তাহারা বলিল, আমরা শুনিব না। যিরমিয় ৬:১৬, ১৭।

প্রভু যখন তাঁর লোকদের পুরাতন পথগুলোতে ফিরিয়ে আনলেন, তখন তারা বিশ্রাম পেতে (শেষের বৃষ্টি), এবং প্রহরীদের তখন একটি তুরীর বার্তা দেওয়া হলো। সমস্ত নবী শেষ দিনগুলির পরিসমাপ্তিকে সর্বাধিক নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করেন, সুতরাং শেষ দিনগুলির তুরীর বার্তাটি হবে শেষ তুরী, যা সপ্তম তুরী, যা তৃতীয় হায়।

যখন তাঁর অন্তিমকালের লোকেরা প্রাচীন পথ ধরে চলা শুরু করল, তখন বোঝা গেল যে প্রথম ‘বিপদ’-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ একজন নির্দিষ্ট প্রতীকী নেতাকে চিহ্নিত করে (মুহাম্মদ), এবং দ্বিতীয় ‘বিপদ’ও একই কাজ করে (উসমান)। দেখা গেল যে প্রথম চারটি তূর্যের প্রতিটিতেই সেই তূর্যকে চিহ্নিত করার নির্দিষ্ট প্রতীকী নেতা ছিল, এবং তখন স্বীকৃত হলো যে তৃতীয় ‘বিপদ’-এর প্রতীকী নেতা ছিলেন ওসামা বিন লাদেন।

মোহাম্মদ আরবের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন, আর তুরস্কে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতীক ছিলেন ওসমান, এবং ওসামা বিন লাদেন বিশ্বব্যাপী ইসলামি সন্ত্রাসের প্রতিনিধিত্ব করতেন, যদিও তিনি, মোহাম্মদের মতোই, একজন আরব ছিলেন।

এটিও স্বীকৃত হয়েছিল যে প্রথম দুর্ভোগ রোমের সেনাবাহিনীকে আঘাত করেছিল এবং দ্বিতীয় দুর্ভোগ রোমের সেনাবাহিনীকে নিধন করেছিল। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-কে সেই সময় হিসেবে স্বীকৃত করা হয়, যখন তৃতীয় দুর্ভোগের ইসলাম রোমের সেনাবাহিনীকে (যুক্তরাষ্ট্র) আঘাত করেছিল; কিন্তু রবিবারের আইন প্রণীত হলে, তা রোমের সেনাবাহিনীকে হত্যা করবে, কারণ বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র তার সমাপ্তিতে পৌঁছাবে এবং ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ জোটের কাছে তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব সমর্পণ করবে।

এটা স্বীকৃত হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রই শক্তির দুই শিংসহ পৃথিবীর জন্তু। পৃথিবীর জন্তুর একটি প্রধান ভাববাদী বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মেষশাবক থেকে ড্রাগনে পরিণত হয়। ভাববাদে শিং শক্তির প্রতীক; এবং পৃথিবীর জন্তুর শক্তি ছিল প্রজাতন্ত্রবাদ ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদ, যা ওই জন্তুর দুই শিং হিসেবে প্রতীকায়িত। কিন্তু এখন শেষ সময়ে,

পৃথিবীর জন্তুর এই দুই শক্তি বিদলে সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের, তৃতীয় দুর্ভোগের ইসলাম পৃথিবীকে, যা পৃথিবীর জন্তুর প্রতীক; পেন্টাগনকে, যা এর সামরিক ক্ষমতার প্রতীক; এবং নিউ ইয়র্ক সিটির টুইন টাওয়ারকে, যা এর অর্থনৈতিক শক্তির প্রতীক, আঘাত করেছিল।

যখন এটাও উপলব্ধি করা হলো যে প্রথম বিপদের সূচনালগ্নের ইতিহাস এবং দ্বিতীয় বিপদের সমাপ্তিকালের ইতিহাস—উভয়ই—এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছিল, তখন স্বীকৃত হলো যে তৃতীয় বিপদের আগমনের সময়, যখন নিউ ইয়র্কের বিশাল অট্টালিকাগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল, তখনই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলে শনাক্ত করা হয়েছিল।

> "এখন কি এই কথাই প্রচারিত হচ্ছে যে আমি ঘোষণা করেছি, নিউ ইয়র্ক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাবে? আমি কখনও এ কথা বলিনি। আমি বলেছি, সেখানে যখন আমি তলা-উপর-তলা করে বিশাল অট্টালিকাগুলি উঠতে দেখেছি, তখন বলেছি, 'প্রভু যখন পৃথিবীকে ভীষণরূপে কম্পিত করতে উঠবেন, তখন কত ভয়াবহ দৃশ্য সংঘটিত হবে!' তখন প্রকাশিত বাক্য ১৮:১–৩-এর বাক্যসমূহ পরিপূর্ণ হবে। প্রকাশিত বাক্যের অষ্টাদশ অধ্যায়ের সমগ্রটাই পৃথিবীর উপর যা আসছে তার একটি সতর্কবার্তা। কিন্তু নিউ ইয়র্কের উপর বিশেষভাবে কী আসছে সে বিষয়ে আমার কাছে কোনো নির্দিষ্ট আলোক নেই; কেবল এইটুকু আমি জানি যে, একদিন সেখানে সেই বিশাল অট্টালিকাগুলি ঈশ্বরের শক্তির ঘূর্ণন ও উলটপালটে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভেঙে পড়বে। আমাকে যে আলোক দেওয়া হয়েছে, তা থেকে আমি জানি যে ধ্বংস জগতে উপস্থিত। প্রভুর একটি বাক্য, তাঁর পরাক্রমশালী শক্তির একটি স্পর্শ, আর এই বিরাট স্থাপনাগুলি ধসে পড়বে। এমন সব দৃশ্য ঘটবে, যার ভয়াবহতা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।" Review and Herald, July 5, 1906.

বিশ্বে যে 'ধ্বংস' বিদ্যমান, সেটিই ইসলামের চরিত্র, কারণ প্রকাশিত বাক্যের নবম অধ্যায়ের একাদশ পদে তার চরিত্রকে Apollyon এবং Abaddon হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে।

> আর তাদের উপর রাজা ছিল, যিনি অতল গহ্বরের স্বর্গদূত; হিব্রু ভাষায় যার নাম আবাডন, কিন্তু গ্রিক ভাষায় তার নাম আপল্লুয়ন। প্রকাশিত বাক্য ৯:১১ (নয় এগারো)।

ইসলামের উপর রাজত্বকারী রাজার নাম, বা চরিত্র, হিব্রু ও গ্রিক উভয় ভাষায় দুটি নামের মাধ্যমে 'মৃত্যু' ও 'ধ্বংস'কে নির্দেশ করে, যা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বের এসে উপস্থিত হয়েছিল, যখন নিউইয়র্কের বিশাল ভবনগুলো ধসে পড়েছিল। সেই সময়ে, প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় পদ পূরণ হতে শুরু করেছিল।

এটা লক্ষ্য করা হয়েছিল যে, উৎপত্তি গ্রন্থে ইসলামের 'বুনো মানুষ'-এর প্রথম উল্লেখে 'বুনো আরবীয় গাধা' বোঝাতে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল, যা ওই পদে 'বুনো মানুষ' হিসেবে অনূদিত হয়েছিল। ইসলামের প্রতীক হলো অশ্ববর্গ; এবং প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে ইসলামকে যুদ্ধঘোড়া হিসেবেও উপস্থাপিত করা হয়েছে। হাবাক্কূকের পবিত্র ফলকসমূহে—যেগুলো সম্পর্কে ঈশ্বরের লোকদের জানানো হয়েছিল যে 'পরিবর্তন করা উচিত নয়'—সেখানেও ইসলামকে যুদ্ধঘোড়াসমূহ দ্বারা উপস্থাপিত করা হয়েছিল।

> আর সদাপ্রভুর দূত তাকে বললেন, দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়েছ, এবং একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে, আর তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে; কারণ সদাপ্রভু তোমার দুঃখকষ্ট শ্রবণ করেছেন। আর সে হবে এক বন্য মানব; তার হাত হবে প্রত্যেকে মানুষের বিরুদ্ধে, এবং

> প্রত্যেক মানুষের হাত তার বিরুদ্ধে; এবং সে তার সকল ভ্রাতার সম্মুখে বাস করবে। আদিপুস্তক ১৬:১১, ১২।

ইসমাইলের জন্মের প্রথম উল্লেখটি একটি "সংযম"-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল, যা ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রধান প্রতীকে পরিণত হয়েছিল।

> এখন সারাই, আব্রামের স্ত্রী, তাঁর জন্য কোনো সন্তান জন্ম দেননি; আর তাঁর একটি দাসী ছিল, এক মিশরীয়, যার নাম ছিল হাগার। তখন সারাই আব্রামকে বললেন, দেখো, এখন প্রভু আমাকে সন্তানধারণ থেকে বিরত রেখেছেন; আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি আমার দাসীর কাছে যাও; হয়তো আমি তার দ্বারা সন্তান লাভ করতে পারি। এবং আব্রাম সারাইয়ের কথায় কর্ণপাত করলেন। উৎপত্তি ১৬:১, ২।

ইসলামের প্রথম উল্লেখেই—যা ইশ্মায়েলের জন্ম দ্বারা প্রতিফলিত—আত্মসমর্পণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আত্মসমর্পণের ধারণা ইসলাম ধর্মের মৌলিক ভিত্তি। 'ইসলাম' শব্দটি দুটি আরবি শব্দ থেকে উদ্ভূত: 'salaam', যার অর্থ 'শান্তি', এবং 'aslama', যার অর্থ 'নতি স্বীকার করা' বা 'আত্মসমর্পণ করা'। ইসলাম শিক্ষা দেয় যে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের উচিত তাদের ইচ্ছাকে আল্লাহ (ঈশ্বর)-এর ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করা। একবার সারাহ বুঝতে পারলেন যে আব্রাহামকে হাগারকে গ্রহণ করে ইশ্মায়েলকে জন্ম দিতে উৎসাহিত করে তিনি একটি খারাপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; তখন তিনি হাগারের সঙ্গে কঠোর আচরণ করার জন্য আব্রাহামের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন, ফলে হাগার আব্রাহামের গৃহ থেকে পালিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি স্বর্গদূতের কাছ থেকে একটি বার্তা পেলেন।

> কিন্তু আব্রাম সারাইকে বললেন, দেখ, তোমার দাসী তোমার হাতে; তুমি যেমন ভালো মনে কর, তার সঙ্গে তেমনি কর। আর সারাই যখন তার সঙ্গে কঠোর আচরণ করলেন, তখন সে তার সম্মুখ থেকে পালিয়ে গেল। প্রভুর দূত তাকে মরুভূমিতে এক জলস্রোতের ধারে, শূরের পথে যে ঝরনা আছে, তার পাশে পেলেন। তিনি বললেন, হাগার, সারাইয়ের দাসী, তুমি কোথা থেকে এলে, আর কোথায় যাবে? সে বলল, আমি আমার স্বামিনী সারাইয়ের সম্মুখ থেকে পালাচ্ছি। প্রভুর দূত তাকে বললেন, তোমার স্বামিনীর কাছে ফিরে যাও, এবং তার হাতে নিজেকে সমর্পণ কর। প্রভুর দূত আরও তাকে বললেন, আমি তোমার বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি করব, এমনভাবে যে তাদের সংখ্যা গণনা করা যাবে না। প্রভুর দূত তাকে আরও বললেন, দেখ, তুমি গর্ভবতী, এবং একটি পুত্র জন্ম দেবে; তার নাম ইশ্মায়েল রাখবে, কারণ প্রভু তোমার দুর্দশা শুনেছেন। আর সে হবে এক বন্য মানুষ; তার হাত থাকবে সবার বিরুদ্ধে, আর সবার হাত তার বিরুদ্ধে; এবং সে তার সমস্ত ভাইদের সম্মুখে বাস করবে। উৎপত্তি ১৬:৬-১২।

ইসলামের ওপর আরোপিত সংযম, ইসলাম ধর্মের চরিত্রকে প্রতিনিধিত্বকারী 'আত্মসমর্পণ', এবং ইসলামের ভূমিকা—সবকিছুই ইশ্মায়েলের প্রথম উল্লেখে বিদ্যমান, এবং প্রকাশিত বাক্যের তিনটি 'হায়'-এ চিত্রিত ইসলামের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ডিএনএকে প্রতিনিধিত্ব করে। যখন প্রভু তাঁর লোকদের যিরমিয়াহর 'প্রাচীন পথসমূহে' ফিরিয়ে আনলেন, তখন তারা এটাও বুঝতে পারল যে প্রকাশিত বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ে চারজন স্বর্গদূত যে 'চার বাতাস'কে রুদ্ধ করে রেখেছেন, সেগুলো বিশেষত ইসলামেরই চার বাতাস।

> "স্বর্গদূতেরা চার বায়ুকে ধরে রেখেছেন—যা এক ক্রুদ্ধ ঘোড়ারূপে চিত্রিত, যে মুক্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ জুড়ে ছুটে যেতে চাইছে, আর তার পথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আনছে।" Manuscript Releases, খণ্ড 20, 217.

ইসলামের সেই "ক্রুদ্ধ ঘোড়া", যা একই সঙ্গে "চার বাতাস"ও বটে, যাদের "রুদ্ধ" রাখা হয় যখন এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সিলমোহর করা সম্পন্ন হয়, তারা তাদের "পথে" "মৃত্যু ও ধ্বংস" (আবাডন ও অ্যাপোলিয়ন) বয়ে আনে। যেমন হাগারের উপর আরোপিত নিয়ন্ত্রণ ইসলামের প্রতীকে সেই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যটি স্থাপন করেছিল, তেমনি চার বাতাস এবং ক্রুদ্ধ ঘোড়া উভয়ই নিয়ন্ত্রিত, এবং এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত থাকায় বোঝা গেল যে প্রথম "হায়"-এর সূচনা ইসলামের উপর আরোপিত এক নিয়ন্ত্রণকে চিহ্নিত করে, যা আবুবকরের ঐতিহাসিক আদেশ দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে।

> আর তাদের আদেশ দেওয়া হল যে তারা যেন পৃথিবীর ঘাসের, কোনো সবুজ বস্তু বা কোনো বৃক্ষের ক্ষতি না করে; বরং কেবল তাদেরই ক্ষতি করুক, যাদের কপালে ঈশ্বরের মোহর নেই। প্রকাশিত বাক্য ৯:৪।

পংক্তির পর পংক্তি, দ্বিতীয় বিপদের সূচনা, যা তিনটি বিপদের ত্রিগুণ প্রয়োগে প্রথম বিপদের শুরুর উপর স্থাপন করা হয়েছে, চার স্বর্গদূতের মুক্তিকে নির্দেশ করে, যারা ঐ পদে ইসলামের দ্বিতীয় মহা জিহাদের মুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে।

> যার হাতে তূরী ছিল সেই ষষ্ঠ স্বর্গদূতকে বলা হলো, মহান ইউফ্রাতিস নদীতে বাঁধা চারজন স্বর্গদূতকে মুক্ত কর। প্রকাশিত বাক্য ৯:১৪।

সুতরাং বোঝা হয়েছিল যে তৃতীয় বিপদের সূচনায় ইসলামকে একদিকে মুক্ত করা হবে এবং অন্যদিকে নিয়ন্ত্রিতও রাখা হবে, যা সিস্টার হোয়াইটেরই সাক্ষ্য।

> "সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বিপদ আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হবে, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় 'শেষ বৃষ্টি', অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সতেজতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতে, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করতে, যাতে তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শেষ সাতটি মহামারি ঢেলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

ইসলামের ঐতিহাসিক নথিপত্র অনুসন্ধান করা হলে দেখা যায় যে প্রথম দুর্দশা-পর্বে আরবীয় ইসলামের যুদ্ধ ও অর্জনসমূহকে ইসলামে "প্রথম মহান জিহাদ" হিসেবে বোঝা হয়, এবং যখন চারজন স্বর্গদূতকে মুক্ত করা হয়েছিল, তখন যে উসমানীয় সাম্রাজ্যের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তাকে ইসলামে "দ্বিতীয় মহান জিহাদ" হিসেবে বোঝা হয়। ত্রিগুণ প্রয়োগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইসলাম মনে করে যে তৃতীয় ও শেষ মহান জিহাদ শুরু হয়েছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ। যেমন উইলিয়াম মিলার একবার লিখেছিলেন, "ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণী একমত।"

'লাইন-পর-লাইন' পদ্ধতিতে, প্রথম ও দ্বিতীয় 'হায়'-এর শুরুর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রেখা দুটিকে একটির ওপর আরেকটি রেখে যে মুক্তি এবং একইসঙ্গে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োগ দেখানো হয়েছে, তা ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হয়েছিল; এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ইসলাম আঘাত হানার অব্যবহিত পরেই প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ. বুশ তাঁর সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ শুরু করে ইসলামের ওপর বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। ইসলামের 'ক্রুদ্ধ ঘোড়া'কে একইসঙ্গে মুক্ত করা ও লাগাম টেনে ধরা হয়েছিল—এটি বাইবেলে, ভবিষ্যদ্বাণীর আত্মা এবং ইতিহাসও নিশ্চিত করেছে।

যারা "মেষশাবককে অনুসরণ করে" মিলারাইটদের পুরোনো পথসমূহে ফিরে যায়, তারা সেই "বিশ্রাম" খুঁজে পায়, যা হলো পরবর্তী বৃষ্টি, যা সিস্টার হোয়াইট চিহ্নিত করেছেন যে শুরু হয়

যখন জাতিসমূহ ক্রুদ্ধ হলেও নিয়ন্ত্রিত থাকে, যেমন তারা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ।

> "সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দিকে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বিপদ আসবে, এবং জাতিসমূহ ক্রোধান্বিত হবে, তবুও তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে যাতে তৃতীয় স্বর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় 'শেষ বৃষ্টি', অর্থাৎ প্রভুর উপস্থিতি থেকে আসা সতেজতা, আসবে—তৃতীয় স্বর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতে, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করতে, যাতে তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শেষ সাতটি মহামারি ঢেলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

যারা "মেষশিশুকে অনুসরণ" করে মিলারাইটদের পুরোনো পথগুলোতে ফিরে যায়, তারা "বিশ্রাম" খুঁজে পায়, যা হলো অন্তিম বৃষ্টি—যার সূচনাকে সিস্টার হোয়াইট চিহ্নিত করেছেন ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, যখন প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের পরাক্রমশালী স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিল।

> "পরবর্তী বৃষ্টি ঈশ্বরের লোকদের উপর বর্ষিত হবে। এক পরাক্রান্ত স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে অবতরণ করবেন, এবং সমগ্র পৃথিবী তাঁর মহিমায় আলোকিত হবে।" Review and Herald, April 21, 1891.

সেই পরাক্রমশালী স্বর্গদূত নেমে এল, যখন নিউ ইয়র্কের ভবনগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিল, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সীলমোহর দেওয়া শুরু হয়েছিল, এবং অন্তিম বৃষ্টি ছিটিয়ে পড়তে শুরু হয়েছিল। যারা যিরমিয়াহর 'প্রাচীন পথ'-এ ফিরতে পরিচালিত হয়েছিলেন এবং 'বিশ্রাম' পেয়েছিলেন—যা হলো অন্তিম বৃষ্টি—তারা পরে স্বীকার করলেন যে ইশাইয়ার 'বিশ্রাম ও সজীবতা'ও অন্তিম বৃষ্টিই; কিন্তু তা একই সঙ্গে সেই পরীক্ষারও পরিচয় ছিল, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ ঈশ্বরের জনগণের সামনে, বিশেষত সেই 'উপহাসকারী পুরুষদের' সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, যারা 'যিরূশালেমে শাসন করত'। তারা উপলব্ধি করলেন যে পরীক্ষাটি দ্ববিধি ছিল, কারণ এটি তৃতীয় 'হায়' সম্পর্কিত ইসলামের বার্তাকে উপস্থাপন করেছিল; এবং সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এটি সেই বাইবেলীয় পদ্ধতিকেও উপস্থাপন করেছিল, যা অন্তিম বৃষ্টির বার্তাকে প্রতিষ্ঠা করেছিল।

> যাঁদের তিনি বলেছিলেন, "এটাই সেই বিশ্রাম, যাতে তোমরা ক্লান্তদের বিশ্রাম দিতে পারো; আর এটাই সেই প্রশান্তি"; তবুও তারা শুনল না। কিন্তু তাদের কাছে প্রভুর বাক্য হল: বিধানের পর বিধান, বিধানের পর বিধান; রেখার পর রেখা, রেখার পর রেখা; এখানে একটু, সেখানে একটু— যাতে তারা গিয়ে পশ্চাতে পড়ে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়, ফাঁদে আটকা পড়ে এবং ধরা পড়ে। অতএব, প্রভুর বাক্য শোনো, হে উপহাসকারী লোকেরা, তোমরা যারা যিরূশালেমে এই প্রজাকে শাসন করো। ইশাইয়া ২৮:১২-১৪।

পুরাতন পথগুলোতে চলা ঈশ্বরের অন্তিমকালের লোকদেরকে তখন বুঝতে দিল যে দশ কুমারীর উপমা, যা 'অ্যাডভেন্টিস্ট জনগণের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করে', তা 'অক্ষরে অক্ষরে' পুনরাবৃত্ত হওয়ার কথা ছিল, এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের সিলমোহরের সময়ে। যে ইতিহাসে উপমাটি প্রথম পূর্ণতা পেয়েছিল, তার সাক্ষ্য জানাল যে হাবাক্কূকের দ্বিতীয় অধ্যায় সরাসরি ওই উপমার সঙ্গে যুক্ত এবং তারই অংশ। অতএব হাবাক্কূক দুই-এর 'বিতর্ক'টি সেই বিশ্রাম ও সজীবতার পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যা উপহাসকারীরা শুনতে অস্বীকার করেছিল। বিশ্বস্ত বাইবেল-ছাত্ররা যখন পুরাতন পথগুলো অনুসন্ধান করতে থাকলেন, তারা উপলব্ধি করলেন যে দশ কুমারীর উপমা ও হাবাক্কূক দুই একই ভবিষ্যদ্বাণী; এবং ইজকেয়েলের দ্বাদশ অধ্যায়ও তেমনই।

> ইজেকিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর একটি অংশও বিশ্বাসীদের জন্য শক্তি ও সান্ত্বনার উৎস ছিল: 'প্রভুর বাক্য আমার কাছে এলো, এই বলে, মানবপুত্র, ইসরায়েলের দেশে তোমাদের যে প্রবাদ আছে, তা কী, যে বলে, “দিনগুলো দীর্ঘায়িত হয়েছে, এবং প্রত্যেক দর্শন ব্যর্থ হয়”? অতএব তাদের বল, প্রভু ঈশ্বর এই বলেন. . . . দিনগুলো নিকটেই আছে, এবং প্রত্যেক দর্শনের সিদ্ধি. . . আমি কথা বলব, এবং যে বাক্য আমি বলব তা সিদ্ধ হবে; আর তা আর বিলম্বিত হবে না।' 'ইস্রায়েলের গৃহের লোকেরা বলে, সে যে দর্শন দেখে তা বহু দিনের পরের জন্য, এবং সে দূরবর্তী সময়সমূহ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে। অতএব তাদের বল, প্রভু ঈশ্বর এই বলেন; আমার কোনো বাক্য আর বিলম্বিত হবে না, কিন্তু আমি যে বাক্য বলেছি তা সম্পন্ন হবে।' ইজেকিয়েল ১২:২১–২৫, ২৭, ২৮। মহাসংঘর্ষ, ৩৯৩।

১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের অ্যাডভেন্ট আন্দোলনের মাধ্যমে উপস্থাপিত এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সিলমোহরকরণের সময়কালটি, শেষ কালের সেই সময়কালকে নির্দেশ করে, যখন "প্রতিটি দর্শনের প্রভাব" "ঘটিত হবে"। প্রথম "হায়"-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে দ্বিতীয় "হায়"-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসের উপর আরোপ করলে, তা তৃতীয় "হায়"-এর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাসকে চিহ্নিত করে; আর সেটিই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সিলমোহরকরণের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস। এটি ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সালের ইতিহাসও বটে। এটিই সেই ইতিহাস, যেখানে চুক্তির দূতের পথ প্রস্তুতকারী দূতের কাজ সম্পন্ন হয়। এটিই সেই ইতিহাস, যেখানে ভূমিজ জন্তুর দুই শিং "ষষ্ঠ" থেকে সেই "অষ্টম"-এ, যা "সাতটিরই একটি", এক পর্যায়ান্তরের মধ্য দিয়ে যায়। এটিই সেই ইতিহাস, যেখানে প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে দুই ভবিষ্যদ্বক্তা রাস্তায় নিহত হন।

তবে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈশ্বরের বাক্য কখনও ব্যর্থ হয় না—এবং এই নীতির সঙ্গে মিলিয়ে যে সকল নবী অন্য যেকোনো সময়ের তুলনায় শেষ দিনের কথাই বেশি বলেন—ফলে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ "ভবিষ্যদ্বাণীর দিনসমূহ নিকটে এসে গেছে", যেখানে ঈশ্বর যে "কথাগুলি" বলছেন তা "ঘটিত হবে", এবং "আর বিলম্বিত হবে না"।

১৮৬৩ সালের বিদ্রোহ লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টবাদকে এমন অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল যে তারা সবাই মারা না যাওয়া পর্যন্ত মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল। প্রভু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সেই ইতিহাসে ফিরে এসেছিলেন, যেমন তিনি কাদেশে প্রাচীন ইস্রায়েলের সঙ্গে করেছিলেন।

কাদেশে প্রথম আগমনে দশ গুপ্তচরের বিদ্রোহ ঘটেছিল, এবং অরণ্যে ঘোরাঘুরির সময় শুরু হয়েছিল। চল্লিশ বছরের শেষে তারা কাদেশে ফিরে আসে, এবং সেখানেই মোশে দ্বিতীয়বার শিলাটিকে আঘাত করেন এবং তাঁকে প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, কিন্তু তারা যোশুয়ার সঙ্গে প্রবেশ করেছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর শেষ প্রজন্মকে চিহ্নিত করে, এবং ঈশ্বর আর তাঁর বাক্যকে বিলম্বিত করবেন না।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে এই বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করব।

> মরুভূমিতে ইস্রায়েলের জীবনের ইতিহাস সময়ের পরিসমাপ্তি পর্যন্ত ঈশ্বরের ইস্রায়েলের কল্যাণের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। মরুভূমির পথিকদের সঙ্গে ঈশ্বরের আচরণ—তাদের বারবার এদিক-ওদিক যাত্রায়, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ক্লান্তির মুখোমুখি হওয়ার সময়, এবং তাদের উদ্ধার জন্য তাঁর শক্তির বিস্ময়কর প্রকাশসমূহ—সবই একটি ঐশ্বরিক রূপক, যা সব যুগে তাঁর জনগণের জন্য সতর্কতা ও শিক্ষায় পরিপূর্ণ। হিব্রুদের নানাবিধ অভিজ্ঞতা ছিল কেনানে তাদের প্রতিশ্রুত গৃহের জন্য প্রস্তুতির এক

বিদ্যালয়। এই শেষ দিনে ঈশ্বর চান, তাঁর লোকেরা বিনয়ী হৃদয় ও শিক্ষাযোগ্য মনোভাব নিয়ে প্রাচীন ইস্রায়েলে যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিল তা পুনর্বিবেচনা করুক, যেন তারা স্বর্গীয় কেনানের জন্য তাদের প্রস্তুতিতে শিক্ষা পায়।

যে শিলা ঈশ্বরের আদেশে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জীবন্ত জল প্রবাহিত করেছিল, তা ছিল খ্রিস্টের এক প্রতীক—তিনি আঘাতপ্রাপ্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন, যেন তাঁর রক্তের দ্বারা ধ্বংসোন্মুখ মানুষের পরিত্রাণের জন্য এক ঝরনা প্রস্তুত হয়। যেমন শিলাটি একবার আঘাত করা হয়েছিল, তেমনি খ্রিস্টও ছিলেন 'একবার উৎসর্গিত, অনেকের পাপ বহন করার জন্য।' কিন্তু যখন মোশি অবিমৃষ্যকারিতার সঙ্গে কাদেশে শিলাকে আঘাত করলেন, তখন খ্রিস্টের সেই সুন্দর প্রতীকটি বিকৃত হলো। আমাদের ত্রাণকর্তাকে দ্বিতীয়বার উৎসর্গিত হওয়ার কথা ছিল না। যেমন মহা-উৎসর্গ একবারই সম্পন্ন হয়েছে, তেমনি যারা তাঁর কৃপার আশীর্বাদ চান, তাদের জন্য কেবল যিশুর নামে প্রার্থনা করা—অনুতাপপূর্ণ প্রার্থনায় হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা উজাড় করে দেওয়া—ই যথেষ্ট। এমন প্রার্থনা সেনাবাহিনীর প্রভুর সম্মুখে যিশুর ক্ষতসমূহ তুলে ধরবে, এবং তখন পুনরায় প্রবাহিত হবে জীবনদায়ী রক্ত—যা তৃষ্ণার্ত ইস্রায়েলের জন্য জীবন্ত জলের প্রবাহে প্রতীকায়িত হয়েছিল।

শুধুমাত্র ঈশ্বরে জীবন্ত বিশ্বাস এবং তাঁর আদেশের প্রতি বিনম্র আনুগত্যের মাধ্যমেই মানুষ ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভের আশা করতে পারে। কাদেশে সেই মহান অলৌকিক ঘটনার সময়, জনগণের অবিরাম অসন্তোষ ও বিদ্রোহে ক্লান্ত মোশি তাঁর সর্বশক্তিমান সহায়কের প্রতি দৃষ্টি হারালেন; তিনি সেই আদেশের প্রতি কর্ণপাত করলেন না—'শিলাকে বল, আর তা তার জল প্রবাহিত করবে'; এবং ঈশ্বরীয় শক্তির সহায়তা ছাড়া তিনি আবেগ ও মানবীয় দুর্বলতার প্রকাশে নিজের রেকর্ড কলঙ্কিত করলেন। যিনি তাঁর কাজের অন্ত পর্যন্ত পবিত্র, দৃঢ় ও নিঃস্বার্থ থেকে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত ছিল এবং থাকতে পারতেন, তিনি শেষে পর্যন্ত পরাস্ত হলেন। যখন তিনি সম্মানিত হতে পারতেন এবং তাঁর নাম মহিমান্বিত হতে পারত, তখন ইস্রায়েলের সমাবেশের সামনে ঈশ্বর অসম্মানিত হলেন।

"মূসার বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ ঘোষিত রায় ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও লাঞ্ছনাকর—যে বিদ্রোহী ইস্রায়েলের সঙ্গে তাকেও ইয়র্দন পার হওয়ার আগেই মরতে হবে। কিন্তু মানুষ কি তবে এই দাবি করবে যে, প্রভু মাত্র সেই এক অপরাধের জন্য তাঁর দাসের সঙ্গে কঠোরভাবে আচরণ করেছেন? ঈশ্বর মূসাকে এমন সম্মান দিয়েছিলেন, যা তখন জীবিত আর কোনো মানুষকে তিনি দেননি। তিনি বারবার মূসার বিষয়টি ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করেছেন। তিনি তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন, এবং একজন মানুষ যেমন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে তেমন করে মুখোমুখি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। মূসা যে পরিমাণ আলো ও জ্ঞান উপভোগ করেছিলেন, ঠিক সেই অনুপাতে তাঁর দোষের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল।" সাইনস অব দ্য টাইমস, ৭ অক্টোবর, ১৮৮০।